তারিখ: ২১ মে ২০১৪

# ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ

## ১৯ মে ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ পর্যায়ের উপজেলা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ

## প্রাথমিক বিবৃতি

**পর্যবেক্ষণের পরিধি**

১৯ মে ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ পর্যায়ের উপজেলা নির্বাচন ফলপ্রসুভাবে পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি) ১২টি উপজেলার সবগুলোতে ৩৫৮টি কেন্দ্র বাছাই করে মোট ৩৫৮ জন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে। নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক গেজেট আকারে প্রকাশিত বিভিন্ন উপজেলার ভোটকেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ তালিকা থেকে দৈব চয়নের মাধ্যমে এসব কেন্দ্র বাছাই করে এগুলোতে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়। নিয়োগকৃত পর্যবেক্ষকদের সকলকে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; যাদের অনেকেরই নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। ইডব্লিউজি'র এই ব্যাপক-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণে যেসব বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয় সেগুলো হল: (১) ভোটকেন্দ্র প্রস্তুতকরণ এবং খোলার সময়কাল (Opening of the polling station) পর্যবেক্ষণ (২) ভোটগ্রহণ কার্যক্রম (Voting Operations) পর্যবেক্ষণ (৩) ভোটগ্রহণ কার্যক্রমের সমাপ্তি (Closing) ও ভোটগণনা (Counting) পর্যবেক্ষণ এবং (৪) ভোটকেন্দ্রের ভেতরের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ।

**ইডব্লিউজি'র পরিচিতি**

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জোরদার করার লক্ষ্যে ২০০৬ সালে বাংলাদেশের ২৯টি প্রতিষ্ঠিত সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠানের/সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত হয় ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি)।

ইডব্লিউজি কিছু অবশ্য পালনীয় আচরণবিধির (code of conduct) দ্বারা পরিচালিত হয়ে সারা দেশে ব্যাপক-ভিত্তিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইডব্লিউজি জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনসহ বিভিন্ন স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, নির্বাচন-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে এডভোকেসি, নির্বাচনী ব্যবস্থার অধিকতর উন্নয়নে মতামত প্রদান করে আসছে।

ইডব্লিউজি এর মূল ম্যানডেট (core mandate) অনুযায়ী চতুর্থ উপজেলা নির্বাচনের প্রত্যেক পর্যায়

**ফলাফল**

ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ষষ্ঠ পর্যায়ের এ নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় নির্বাচনী অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে যা নির্বাচন-দিনের কার্যক্রমকে ব্যাহত করেছে; কিন্তু নির্বাচনী সহিংসতার মাত্রা ৩১ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সংঘঠিত সহিংসতার চেয়ে কম ছিল। অধিকাংশ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করা হলেও সহিংসতার কারণে তা অনেক কেন্দ্রেই সার্বিকভাবে নস্যাৎ হয়ে যায়। পর্যবেক্ষণকৃত ভোটকেন্দ্রসমূহে ভোটপ্রদানের গড় হার (mean average voter turnout) ৫৮%; কিন্তু ইডব্লিউজি মনে করে জাল ভোটের কারণে এই পরিসংখ্যানে ভোট প্রদানের প্রকৃত হারের প্রতিফলন ঘটেনি।

***ভোটকেন্দ্র খোলার সময়কাল পর্যবেক্ষণ***

ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, ৯৯% ভোটকেন্দ্র ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম ও দ্রব্যাদিসহ যথানিয়মে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং ৯৬% ভোটকেন্দ্র সকাল ৮:০০ টার মধ্যে ভোট গ্রহণের জন্য তৈরি ছিল। ইডব্লিউজি পর্যবেক্ষিত প্রায় সকল কেন্দ্রে (৯৯%) প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। প্রায় সকল ভোটকেন্দ্রেই (৯৯%) যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে উপস্থিত পোলিং এজেন্ট ও পর্যবেক্ষকদের সামনে ব্যালট বাক্সগুলো খালি অবস্থায় খুলে দেখানো হয়েছিল এবং ভোটকেন্দ্রে

বাক্সগুলোতে যথাযথভাবে নিরাপত্তা সিল (security seal) লাগানো হয়েছিল। ভোটগ্রহণ শুরুর সময়ে ৬১% ভোটকেন্দ্রে ১-২০ জন এবং ১০% ভোটকেন্দ্রে ৪০ জনের বেশি ভোটারের লাইন পরিলক্ষিত হয়েছে।

*ভোটগ্রহণ কার্যক্রম এবং সহিংসতা*

ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রে কর্মকর্তাগণ দক্ষতার সাথে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন; ৯৬% ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাকে দক্ষতার সাথে অত্যন্ত সূচারুভাবে ভোটগ্রহণ করতে দেখা গেছে। বেশিরভাগ ভোট কেন্দ্রের (৯৬%) কক্ষগুলো যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হলেও ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষকরা ১০০টির বেশি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন যেখানে প্রতিবন্ধী ভোটাররা ভোটকেন্দ্রের অবস্থান এবং প্রস্তুতিতে ত্রুটি থাকার কারণে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশে সমস্যার সম্মুখীন হন। পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ৭৬% নারী ভোটকক্ষে নারী ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। ৮০% ভোটকেন্দ্রে যথাযথভাবে অমোচনীয় কালির কলম ব্যবহার করা হয়েছিল।

ষষ্ঠ পর্যায়ের এ নির্বাচনে সারাদিন ব্যাপী নির্বাচনী সহিংসতা এবং ভোটকার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনিয়মের যে ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর বেশিরভাগই ঘটেছে কুমিল্লা আদর্শ সদর এবং কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলায়। নিচের সারণীতে এসব সহিংসতা এবং অনিয়মের বর্ণনা দেওয়া হল:

| সহিংসতা এবং অনিয়ম | ঘটনার সংখ্যা | যে কয়টি উপজেলায় ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে | % (তথ্য প্রদানকারী উপজেলা) |
|---|---|---|---|
| ভোট জালিয়াতি | ৩৮ | ১২টির মধ্যে ৬টি | ৫০.০% |
| ভোট কেন্দ্রের ভেতরে সহিংস ঘটনা | ৪০ | ১২টির মধ্যে ৪টি | ৩৩.৩% |
| ভোটারদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন | ২১৭ | ১২টির মধ্যে ৬টি | ৫০.০% |
| আইন অমান্য করে নির্বাচনী প্রচারণা | ৩৭ | ১২টির মধ্যে ৫টি | ৪১.৭% |
| ভোটারকে ভোট প্রদানে বাধা প্রদান | ৮ | ১২টির মধ্যে ১টি | ৮.৩% |
| ভোটকেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা | ১২ | ১২টির মধ্যে ১টি | ৮.৩% |
| পোলিং এজেন্টদেরকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া | ৪১ | ১২টির মধ্যে ৪টি | ৩৩.৩% |
| ভোট কেন্দ্রের ভেতরে গ্রেফতারের ঘটনা | ১১ | ১২টির মধ্যে ৩টি | ২৫.০% |
| ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষকদেরকে গণনা প্রক্রিয়া দেখতে না দেয়া | ২২ | ১২টির মধ্যে ২টি | ১৬.৭% |

উপরোক্ত সহিংসতার মাত্রা ও গভীরতা বুঝার জন্য ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষকগণ বেশ কিছু ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন যা নিচে বর্ণনা করা হয়েছে। ইডব্লিউজি সচিবালয় সহিংসতার এসব ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা, স্থানীয় নির্বাচনী কর্মকর্তা এবং উপস্থিত অন্যান্য প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেছে।

- **কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা:** এই উপজেলার বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ব্যাপক মাত্রায় সহিংসতা এবং নির্বাচনী অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী একটি ভোটকেন্দ্রের বেশ কয়েকটি বুথে একজন প্রার্থীর ৫-৬ জন সমর্থক প্রবেশ করে পোলিং এজেন্টদের বের করে দেয়, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যালট পেপার নিয়ে সেগুলোতে সিল মেরে বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়। অন্য একটি ভোটকেন্দ্রে একদল লোক বেশ কয়েকটি ছোট হাতবোমার বিস্ফোরন ঘটিয়ে ব্যাপক সংখ্যক ব্যালট পেপার নিয়ে সেগুলোতে সিল মেরে বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়। এ উপজেলার পর্যবেক্ষিত ভোটকেন্দ্রের মধ্যে আরও ৫টি কেন্দ্রে ব্যালট পেপার নিয়ে তাতে সিল মারার ঘটনা ঘটেছে। অধিকন্তু, স্থানীয় অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে কিছু লোককে ২টি কেন্দ্রে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে।
- **কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা:** এই উপজেলার ৫টি ভোটকেন্দ্রে ব্যালট পেপার নিয়ে তাতে সিল মারার ঘটনা ঘটেছে। একটি কেন্দ্রের ব্যালট বাক্সগুলোতে আগে থেকেই ব্যালট পেপার রাখা ছিল বলে ইডব্লিউজি পর্যবেক্ষকদের কাছে গোচরীভূত হয়েছে; অন্যদিকে পর্যবেক্ষিত ৩টি ভোটকেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সমর্থিত এবং বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীদের সমর্থকদের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। একটি কেন্দ্রে গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে; অবশ্য অন্য একটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদেরকে ভয়-ভীতি দেখানোর সময় পুলিশ দুস্কৃতিকারীদেরকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়।

- **কামারখন্দ উপজেলা:** পর্যবেক্ষিত ২টি ভোটকেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সমর্থিত এবং বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীদের সমর্থকদের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে।

*ভোটগ্রহণ কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা ও ভোটগণনা*

৯৫% ভোটকেন্দ্রে নির্ধারিত সময় অর্থাৎ বিকেল ৪.০০টায় ভোট গ্রহণ বন্ধ করা হয়। কিন্তু ৪% ভোট কেন্দ্র ভোটারদেরকে - যারা ৪.০০ টার পূর্বে বা ৪.০০টায় ভোট কেন্দ্রে এসেছেন; তাদেরকে ভোট দিতে না দিয়ে বন্ধ করা হয়। ইডব্লিউজি পর্যবেক্ষিত ৯৫% ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা এবং গণনা কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু কিছু সংখ্যক ভোটকেন্দ্রে জালিয়াতির মাধ্যমে ভোটের ফলাফল পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হয়; উদাহরণস্বরূপ, তালতলী উপজেলার একটি ভোটকেন্দ্রে ভোট গনণার মাঝপথে তা স্থগিত করে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং বলা হয় ঐ স্থানে গনণা করা হবে। গণনাকালে ৮% ভোটকেন্দ্রে প্রার্থীর এজেন্টগণকে গণনা প্রক্রিয়া নিয়ে প্রতিবাদ বা আপত্তি করতে দেখা গেছে। গণনার পর প্রিজাইডিং অফিসারগণ ১৩% কেন্দ্রে নিয়ম অনুযায়ী ফলাফল টাঙ্গিয়ে দেয়নি।

*পর্যবেক্ষণে বাধা বিপত্তি*

ইডব্লিউজি'র ৫ জন পর্যবেক্ষককে সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসারগণ ভোটগ্রহণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে বাধা প্রদান করেন; অন্যদিকে ভোট গণনার সময় ইডব্লিউজি'র ২১ জন পর্যবেক্ষককে গণনা কক্ষে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। নির্বাচনী আইন অনুযায়ী প্রিজাইডিং অফিসার এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পর্যবেক্ষক কার্ডধারী একজন পর্যবেক্ষককে পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া এবং গণনা দেখা থেকে বিরত রাখতে পারেন না। কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলায় সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তা কার্ড দেওয়ার সময় ইডব্লিউজি'র সদস্য এনজিওকে ১১.০০ টার পূর্বে পর্যবেক্ষক নিয়োগ না করার নির্দেশ দেন। এই উপজেলার একটি কেন্দ্রে ইডব্লিউজি'র একজন পর্যবেক্ষককে একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা জোর করে কেন্দ্রের বাইরে নিয়ে যায় এবং সারাদিন ভোটকেন্দ্রের পাশের একটি দোকানে বসিয়ে রাখে। চাহিদা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন ইডব্লিউজি'র সকল পর্যবেক্ষককে কার্ড প্রদান করেছে - সেজন্য ইডব্লিউজি নির্বাচন কমিশনের কাছে কৃতজ্ঞ।

**মো. আব্দুল আলীম**
পরিচালক

**(এটি একটি প্রাথমিক বিবৃতি। অধিকতর তথ্য সম্বলিত বিস্তারিত প্রতিবেদনটি পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে।)**